দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 26 OCT 1986
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষাঙ্গনের হালচাল

আজকের ছাত্র সমাজ ভবিষ্যতের নাগরিক। একদিন দেশ পরিচালনার ভার আসবে আজকের ছাত্র সমাজের উপর। আর সে কারণেই আন্তরিকতা ও সততার সংগে শিক্ষা গ্রহণ করা দরকার। শিক্ষা গ্রহণের পর ছাত্র সমাজের জ্ঞানের গভীরতা পরিমাপের জন্য পরীক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে। প্রকৃত পক্ষে বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ের জন্যই এ পরীক্ষা পদ্ধতি। পরীক্ষা পদ্ধতির মধ্যে আজকাল দুর্নীতির প্রবেশ ঘটায় এর মূল উদ্দেশ্যে ব্যহত হচ্ছে। আর সে কারণেই "আজকের ছাত্র সমাজ আগামী দিনের ভবিষ্যৎ" কথাটি শুনলে কেন জানি ভয় হয়। জীবন গঠনের জন্য যেখানে শিক্ষা তথা পরীক্ষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য সেখানে বিদ্যা যাচাইয়ের পরীক্ষাকে দুর্নীতি মুক্ত রাখা একান্ত প্রয়োজন। অথচ, শিক্ষাঙ্গনের পরিস্থিতি এমন অবনতির পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ শিক্ষাঙ্গন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত এক সেচ্ছাচারিতা বিরাজ করছে।

পরীক্ষায় আজকাল জ্ঞানের গভীরতার চেয়ে নকলে কার হাত কত বেশী পাকা তা পরিমাপ করা হচ্ছে। নকল করাটা যে আজকাল একটা স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে নকল করতে পারে না তার সাথে কেউ কথা বলতে চায়না। কারণ, সে নাকি বোকা ছাত্র।

কিছুদিন পূর্বে ঢাকার একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় "শেষ পর্যন্ত ক্লাস ওয়ানে" শীর্ষক একটি খবর প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে ছিল রংপুরে সদর উপজেলাধীন বুড়িরহাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কথা। গত ষান্মাসিক পরীক্ষায় পরীক্ষা দিচ্ছিল ক্লাস ওয়ানের ছাত্র-ছাত্রীরা। বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল কোন এক ছাত্রের চাচা, মামা বা ভাই। এক পর্যায়ে ছোট একটি কাগজে অংক করে ছুঁড়ে দিলেন তিনি। এখন মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিকেই শুধু নয়, ক্লাস ওয়ানেও নকল চলে।

এখন পাঠক বৃন্দই বলুন, আমাদের মনোভাব আজ কোন পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে? আমাদের শিক্ষাঙ্গনের এহেন অবস্থার জন্য কে বা কারা দায়ী? অবশ্য অভিভাবক মহল বা সমাজ কোন না কোন উপায়ে এই অনাচারকে সমর্থন জানায়। এমনকি শিক্ষাঙ্গন পরিবেশের প্রভাবে এই অসাধু প্রবৃত্তির বিরোধিতাও তারা করেন না। আবার কেউ কেউ বলে থাকেন, জাতির বৃহত্তর স্বার্থে পরীক্ষার দুর্নীতি বন্ধ করা আবশ্যক। কিন্তু কে নেবে এই উদ্যোগ। এর কোন প্রয়োজন আছে কি? আমাদের কাছে ডিগ্রী পাসের সনদটাই বড়। সে নকল করেই হোক আর বই দেখেই হোক। পরীক্ষার্থীর পিতা-মাতারা যদি কেন্দ্রের পেছনে দাঁড়িয়ে কার্বন কপি দিয়ে উত্তর লিখে ছেলে-মেয়েদের পাঠান তাহলে কি আমাদের শিক্ষাঙ্গন থেকে দুর্নীতি উঠবে?

দুর্নীতি দূর করতে হলে এসব ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে বিরাজমান ত্রুটি অবশ্যই দূর করতে হবে। তবে পদ্ধতি যাই হোকনা কেন ছাত্র সমাজ যদি আইন-কানুন না মানার প্রবণতা দেখায় তবে কোনভাবেই পরীক্ষাকে দুর্নীতি মুক্ত রাখা সম্ভব নয়। সে কারণে প্রথমেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হবে। লেখাপড়ার প্রতি মনোযোগী করে তুলতে পারলে পরীক্ষা ভীতি থেকে ছাত্ররা মুক্তি পাবে। লেখাপড়া যাতে করে শিক্ষার্থীর কাছে আনন্দজনক মনে হয়— পাঠ্য সূচী ও পরীক্ষার ক্ষেত্রে সে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সর্বোপরি শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক সকলের পারস্পরিক সহযোগিতায় পরীক্ষাকে দুর্নীতি মুক্ত রাখা যেতে পারে। আর তাহলেই নির্দ্বিধায় বলা যাবে যে, "আজকের ছাত্র সমাজ আগামী দিনের ভবিষ্যৎ।"

— মোঃ রায়হান
পীরগাছা, রংপুর